প্রথম আলো

রাজশাহীর সেই শিক্ষক ওএসডি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

শিক্ষার্থী দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের অভিযোগে শিক্ষক আবুল কালামকে গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তের জন্য তিন সদস্যের কমিটি করা হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষক মো. আবুল কালাম রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ওই কলেজের অধ্যক্ষ জার্জিস কাদির *প্রথম আলোকে* বলেন, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে তাঁকে কলেজ থেকে অবমুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী দিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখানোর ঘটনা তদন্তের জন্য রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হবিবুর রহমানকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটি সাত কার্যদিবসের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

জানতে চাইলে অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান বলেন, আজ বুধবার থেকে তাঁরা তদন্তের কাজ শুরু করবেন।

শিক্ষা বোর্ডে খোঁজ নিয়ে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বোর্ডের পিয়নদের হাতে টাকা দিলেই অতিরিক্ত উত্তরপত্র পাওয়া যায়। উৎসাহী শিক্ষকেরা ২০০ উত্তরপত্রের স্থলে ৫০০ বা তারও বেশি নিয়ে থাকেন। ২০ দিনের মধ্যে উত্তরপত্র দেখে জমা দেওয়ার কথা। সাধারণত যাঁরা বেশি উত্তরপত্র নেন, তাঁরা বাইরের লোক দিয়ে উত্তরপত্র দেখিয়ে থাকেন। কারণ, ২০ দিনে একজন শিক্ষকের পক্ষে যথাযথভাবে অতিরিক্ত উত্তরপত্র দেখা সম্ভব হয় না।

অতিরিক্ত উত্তরপত্র নেওয়ার ব্যাপারে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তরুণ কুমার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'শুধু তিন মাস সময় দেবেন। বোর্ডে এ ধরনের কোনো অনিয়ম থাকবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ কত টাকার চেক পাবেন, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে।' গত সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্নুজান হল থেকে এইচএসসি পরীক্ষার ১০০ উত্তরপত্র উদ্ধার করা হয়।